আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

রমজান মাসে সওম পালন করা ফরজ। পবিত্র রমজান সমাগত। প্রায় ৩ সপ্তাহ পরে রমজান শুরু হবে ইনশাল্লাহ।

১. আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন: তোমাদের উপর সওম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববতী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও সিয়ামকে অপরিহার্য কর্তব্য রূপে নির্ধারণ করা হল যেন তোমরা সংযমশীল হতে পারো। (২:১৮৩)

২. সূরা বাকারা ১৮৫ নম্বর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে: এ রমজান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, অতএব আজ থেকেই যে ব্যাক্তি এ মাস পাবে, তার জন্য এ পূণ্য মাসের সওম পালন করা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে সে যেন অন্য দিনসমূহে এ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা প্রবাসী, তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে; তোমাদের পক্ষে যা সহজসাধ্য আল্লাহ তা'ই ইচ্ছা করেন ও তোমাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তা ইচ্ছা করেননা এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তজ্জন্য তোমরা আল্লাহকে মহিমান্বিত কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২:১৮৫)

৩. **হাদিস:** বুখারী-১৮৯৪, ১৯০৪; মুসলিম-১১৫১, তিরমিজি-৭৬৪, নাসায়ী-২২১৫, আবু দাউদ-২৩৬৩
(পৃষ্ঠা- ১৭৮ রিয়াদুস সালেহীন, তৃতীয় খণ্ড)

হযরত আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য, সওম ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান। আর সওম হচ্ছে (পাপ থেকে) ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যখন সওম পালন করে সে যেন খারাপ কথা না বলে, চেঁচামেচি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি সওম পালন করেছি। যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তার শপথ, সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও সুঘ্রাণযুক্ত। সওম পালনকারীর দুটি আনন্দ, যা সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে, সে ইফতারের সময় খুশি হয়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি সে লাভ করবে যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে সওম পালন করার কারণে আনন্দিত হবে।

৪. **হাদিস:** বুখারী-১৮৯৬, মুসলিম-১১৫২, তিরমিজি-৭৬৫, নাসায়ী-২২৩৬, (রিয়াদুস সালেহীন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৭৯)

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা:) বলেছেন: জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে। তাকে বলা হয় "রাইয়ান"। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবলমাত্র সওম পালনকারীরা প্রবেশ করবেন। তারা ব্যতীত আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। বলা হবে: সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন সওম পালনকারীরা দাঁড়িয়ে যাবেন। সে দরজা দিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা সবাই ভেতরে প্রবেশ করবেন তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। এবং এরপর এ দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

৫. **হাদিস:** বুখারী ১৯০২, মুসলিম ২৩০৮, (রিয়াদুস সালেহীন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৮১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক দানশীল। আর বিশেষ করে রমজান মাসে তার দানশীলতা আরো অধিক বেড়ে যেতো যখন হযরত জিব্রাইল (আ:) তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। হযরত জিব্রাইল (আ:) রমজানের প্রতি রাতে তার সাথে দেখা করতেন এবং তাকে কুরআন তালিম দিয়েছেন। হযরত জিব্রাইল (আ:) যখন রাসুলুল্লাহ (সা:) এর সাথে দেখা করতেন তখন তার দানশীলতা বৃষ্টি আনয়নকারী বাতাসের চেয়ে অধিক কল্যানকামী হয়ে যেত।

৬. **হাদিস:** বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৪, (রিয়াদুস সালেহীন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৮২)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রমজানের শেষ ১০ দিনের আগমনে রাসূল (সা:) নিজে (সারা) রাত জেগেছে, নিজের পরিবারের সদস্যদেরকেও জাগিয়েছেন এবং আল্লাহর ইবাদতে অধিক হারে মশগুল হয়ে যেতেন। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে সওম পালন করার, কিয়ামুল্লাইল করার, বেশি বেশি বুঝে বুঝে কুরআন হাদিস তেলাওয়াত ও আমল করার তৌফিক দান করুন। রহমত, বরকত ও নাজাতের মাস যেন আমাদের গুনাহ সমূহ আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/
Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603